১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে
শ্রীআদিত্যনাথ দাস বিরচিত ও প্রকাশিত।

দমদম-দাওয়াই

সৃষ্টিছাড়া দেশটা এটা কেহ ইষ্টিকথা নাহি শোনে,
দুর্নিতি-রোগ-গ্রস্ত এরা হয়েছে মনে মনে।
জাতির খাদ্য গুদামজাত করে খেল্‌ছে কট্‌কাবাজী,
হাহাকার তুলে লুট্‌ছে টাকা শয়তান যত পাজী।
চালের দর যখন আকাশে উঠে গেল ক্রয়শক্তির বাইরে,
ক্ষুধিত-মানুষ দমদমাতে হানা দিল দোকানে তাইরে।
বাক্যে তাদের খই ফোটে যেন ছোটে বুলেট দম্‌দম্‌,
হৃদ্‌কম্প হয় মুদীদের করে ভয়ে দেহ ছম্‌ছম্‌।
নতিস্বীকার তখন কর্‌লো সবে—জনগণের হ'ল জয়,
পঞ্চাশ টাকার চাল তখন পঁয়ত্রিশে বিক্রী হয়।
বার্ত্তা যখন ছড়িয়ে পড়িল—সারা কল্‌কাতা সহরে,
দোকানে দোকানে লাইনবন্দী দাঁড়ায় মানুষ লহরে।
উচিৎমূল্যে না বেচ্‌লে চাল সবে বল্‌ছে হেঁকে ভাই।
দুর্নিতিরোগ ঘুচিয়ে দেব ঝাড়ি' "দম্‌দম্‌ দাওয়াই"।

———

মূল্য—সাত নয়া পয়সা মাত্র।

দমদম দাওয়াই

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দর দিন দিন যায় বেড়ে,
নিত্য চাউল লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশে বস্‌লো চড়ে।
ক্ষুধায় কাতর হ'ল মানুষ চাউল কেনা দায়,
বিদ্রোহ তখন উঠ্‌লো জেগে মনের কোণে হায়।
দমদমাতে দম্‌দমাদম্ উঠ্‌লো দামামা বাজি,
ক্ষুধিত মানুষ একযোগেতে দঁড়ালো রণ সাজি।
আগুন বাজারে জ্বলে পুড়ে প্রতিবাদের তুল্‌লো ঝড়,
মরণ কামড় দিল সবে কমাতে জিনিষের আগুন দর।
ক্রয়শক্তির বাইরে গেছে চাউলের দর উঠি',
দিনের পর দিন মুদীরা চেপে ধর্‌ছে গলায় মুঠি।
চাল কেনা ভার দিন দিন তাই আটা গিলে গিলে মরি',
পেট ছেড়ে দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চা সব যাচ্ছে যমের বাড়ী।
ভাতের হাঁড়ি শিকেয় উঠেছে মাকড়সায় জাল পাতে,
আর চাল নিয়ে খেল্‌ছে খেলা মজুতদার দিন রাতে।
ভুঁড়ি তারা দিন দিন ফাঁপাচ্ছে, মোদের শুকিয়ে দিয়ে ভুঁড়ি,
ক্ষুধার জ্বলনে ইচ্ছা হয় ওদের চিবিয়ে খাই মুড়ী।
জাতির খাদ্য দিনান্তে যদি একবেলা নাহি জোটে,
দু'বেলা রুটি খেয়ে পিত্তি খিচিয়ে খিচিয়ে ওঠে।
সহ্যের একটা সীমা আছে, ধৈর্যের আছে শেষ,
মোরা, মরার আগে মরণ কামড় দিয়ে যাব বেশ।

(দুই)

হুঁস্কার দিয়ে উঠ্‌লো সবে গগনভেদী রবে,
বলে মুদী, ন্যায্যমূল্যে চাল বেচ্‌তেই তোমায় হবে।
মজুতদার যত খাদ্য দ্রব্য করিয়া গুদামজাত,
খেল্‌ছে জুয়া, তুল্‌ছে দর দেখ্‌ছি দিবারাত।
টিকি তাদের পারি না ধর্‌তে তাই চেলার ধরে টিকি,
মার্‌লে টান—কাঁপ্‌বে প্রাণ—শয়তানদের ঠিক-ই।
সহ্যের শেষ সীমায় এসেছি, শোন মুদী ভাই,
ধৈর্যহারা হ'য়ে দোকানে দিয়েছি হানা তাই।
হৃদ্‌কম্প হ'ল মুদীদের ক্ষুধিতের উচ্চরবে,
নতি স্বীকার করি' চাল বেচে সস্তায় সবে।
বার্ত্তা যখন ছড়িয়ে পড়িল—সারা কল্‌কাতা সহরে,
বাজারে বাজারে মুদী দোকানে হানা চলিল লহরে।
জনতার সেকি উল্লাসধ্বনি চাউল সংগ্রহ তরে,
মুদীদের মুখ শুকালো—নয়নে অশ্রু ঝরে।
পঞ্চাশ টাকা মনের চাল বিকায় পঁয়ত্রিশ টাকা,
বাষট্টি নয়া কিলোতে কোথাও গুদাম হয়ে যায় ফাঁকা,
হিসাব শেষে দেখে মুদী তহবিল হয়েছে ফাঁক,
মাথায় জল ঢেলে শেষে ঠাণ্ডা করে টাক।
কার আসে কম্পন-জ্বর—প্যাল্‌পিটেশান হয় বুকে,
হাঁপুস নয়নে কেঁদে ফেলে কেহ টাকার শোকে দুঃখে।
ক'দিন মানুষ চুপ্‌চাপ থাকি' মতলব ভাঁজে মনে,
আবার জনতা তৈরী হইয়া নামিয়া পড়িল রণে।
মাছের বাজারে এবার দেয় হানা—অগ্নিমূল্য তার,
মাছ বিনে যে বাঙালী জাতটার জীবন বাঁচা ভার।

(তিন)

তিন টাকা কিলোর কাটা পোনা ছ'টাকা নাহি মেলে,
ভেট্‌কি, ভাঙন পিছে পিছে ছুটে ছুটে সব চলে।
গলদা, বাগদা, টেংরা, পার্‌সে সাইজ মাছ যত,
ধারে গেলে টিট্‌কারী দেয়, বলে টাকা আছে ট্যাঁকে কত!
পাঁচ সিকের কুচো চিংড়ি—এগারো সিকে চায়,
ন'সিকে বল্‌লে কেহ মেছুনী জল ছিটায়ে তাড়ায়।
মাছের বাজারে ঢুক্‌লে পরে শুন্‌লে মাছের দর,
দোকানে দোকানে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে শরীরে আসে জ্বর।
মাছ কেনা ভার ডিম কিনে খাবে চল্‌লো ডিমের ঘরে,
হাঁকলে জোড়া পঞ্চাশ নয়া—নয়নে অশ্রু ঝরে।
গিন্নিরা মোদের মাছ বিনে গিল্‌তে পারে না ভাত,
ডাল গিলে গিলে গতর তাদের হয়ে যাচ্ছে নিপাত।
জনতার চাপে মাছের দর বেঁধে দেছে সরকার,
মাছে ভাতে এবার গিন্নিদের গতর ফুল্‌বে সবাকার।
ভাইফোঁটা দিনে আবার বাধ্‌লো গোল বোনেরা দাবী করে,
ভাইদের মুখে দেব মিষ্টি কেমনে কিনে মাগ্যি দরে।
সন্দেশের সের বার টাকা কিলো, রসগোল্লা ছয়,
খাজা, গজা, বোঁদে, জিলাপি কোনটাই কম নয়।
গুঞ্জনগুরু হ'ল চতুর্দ্দিকে জনগণ হয় রুষ্ট,
দোকানে গিয়ে দাবী জানায় দাম কমিয়ে কর তুষ্ট।
মানে না মানা মিঠাইওয়ালা—নন্দ ঘোষের বেটা,
ঝট্‌পটাপট্ দোকান বন্ধ করি, ঘুচিয়ে দিল লেঠা।
গোপনে কিছু বেচ্‌লো বটে উচিৎমূল্য দরে,
অর্দ্ধেক তার পচেই গেল—কিবা বুদ্ধি ধরে।

(চার)

চালাক দোকানী জনগণের দাবী যায় পূরণ করে,
একদিন লোকসান খেয়ে তারা বাঁধা রাখে খদ্দের ঘরে।
বেশী গোঁয়াতুমি কর্‌লে যে তার দোকান লুটপাট,
একটি পয়সা এলোনা ঘটে—মাথায় হাত আড়ষ্ট কাঠ।
জনসাধারণ জাগ্রত হয়েছে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ তরে,
ন্যায্যদরে দ্রব্য বেচ্‌তে দোকানীকে বাধ্য করে।
শায়েস্তা তারা কর্‌ছে শুধু দেখ্‌ছি চুঁনো পুঁটি,
রুই, কাতলা, রাঘব বোয়ালের কেবা ধর্‌বে চুলের মুঠী।
গোপনে তারা দেখ্‌ছে মজা ওপর তলায় বসে,
খাচ্ছে কলা মর্ত্তমান আর মর্‌ছে তারা হেসে।

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রয়শক্তির যখন বাইরে গিয়ে পৌঁছাইল, বিশেষ করে চাউলের দর যখন লাফাইতে লাফাইতে একটাকা পঁচিশ নয়া পয়সায় দাঁড়ালো, সাধারণ মানুষ

ধৈর্যহারা হইয়া পড়িল। তখনও নতুন ফসল উঠ্‌তে দু'মাস বিলম্ব আছে। এক টাকার উপরে যখন চালের দর উঠে গেল, মূল্যবৃদ্ধি রোধ তরে অনেক আন্দোলন চল্‌তে থাকে চারিদিকে কিন্তু মুনাফা-লোভিরা লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লে না—দিনের পর দিন তারা কানে তুলো গুঁজে লাভের অঙ্ক বাড়িয়েই চল্‌লো। ক্ষুধিত মানুষ মজুতদারের এ অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পার্‌লো না—ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন দমদমাতে এক মুদীর দোকানে গিয়ে বাধালো ঝগ্‌ড়া ন্যায্য দরে চাল বেচ্‌তে হ'বে বলে—সঙ্গে সঙ্গে অগনিত মানুষ দাঁড়িয়ে গেল মুদীদের যত দোকান আছে সে অঞ্চলে সব দোকানে লাইনবন্দী। সবার দাবী উচিৎমূল্যে চাল দিতেই হবে। প্রথমে মুদীরা অনেক তেজদম্ভ করিল বটে কিন্তু হাজার হাজার ক্ষুধিত মানুষের উচ্চচিৎকারে তাদের অন্তরাত্মা কি

এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লো—তারা মুচ্‌ড়ে পড়্‌লো মুহূর্তে। নতিস্বীকার কর্‌লো জনসাধারণের কাছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র-লোকের অনুরোধে জনসাধারণ পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরে চাউল নিতে রাজি হ'ল। একবেলায় নিঃশেষিত হ'ল সমস্ত মুদী দোকানের চাউল দমদমায়।

সঙ্গে সঙ্গে বার্তা রটে গেল কল্‌কাতার সারা সহরে। চারিদিকে আলোচনা ও জল্পনা কল্পনা শুরু হ'য়ে গেল, মুদীর দোকানের ধারে ধারে শত শত মানুষের ভীড় জমে উঠ্‌লো। সবার দাবী দমদমার মত চাউল দিতে হ'বে উচিৎমূল্যে। সব স্থানেই মুদীরা জনসাধারণের কাছে নতিস্বীকার করে চাউল বেচ্‌তে বাধ্য হ'ল—কোথায় কোথাও বাষট্টি নয়া পয়সা কিলোতে বিক্রী হ'য়ে গেল।

ক্রেতা সাধারণ চাউলের উর্দ্ধগতি দর বন্ধ করিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে বেশীর ভাগ যাঁর ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, তাঁদের মধ্যে মহাজন শ্রেণীর লোক খুবই কম আছে—যাঁরা নিত্য কেনেন, নিত্য বেচেন এই সব দোকানদারই বেশী সংখ্যায় অর্থাৎ জনসাধারণ জাল ফেলে চুনোপুঁটি

(ছয়)

যথেষ্ট পরিমাণ ধরিলেন, রুই, কাতলা, রাঘব বোয়ালের টিকিতে হাত দিতে পারিলেন না, তাহারা গভীর জলে বৃহৎ খোড়ের মধ্যে লুকাইয়া রহিল তবিয়তে কেহ পান চিবাইতে লাগিলেন অথবা কেহ 'খইনি' হাতে লইয়া মর্দ্দন করিতে করিতে হাতে বার বার তালি দিতে লাগিলেন। ক্রেতাসাধারণ চুঁনো পুঁটি ধরিয়াই আনন্দিত হইলেন— ছেঁড়া জাল ফেলিয়া রাঘব বোয়ালদের ধরিবার সাহস পাইলেন না।

মুনাফাবাজরা করি' ফট্‌কাবাজী,
হাহাকার তুলেছে দেশেতে আজি।
শায়েস্তা তাদের কর্‌তে রে ভাই,
একজোট হয়ে জাল ফেলে তাই।
ফেলি' জাল ধরে সব চুঁনো পুঁটি,
ধূর্ত মিরগেল পলায় কাদায় ছুটি।
রুই, কাতল আর রাঘব বোয়াল,
বলে, আস্‌লে কাছে ভাঙ্‌বো চোয়াল।
সাহস নেই কার তাদের ধরে টিকি,
ব্যবসা তাদের চলেছে ঠিক-ই।

———

সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস কলিকাতা—৬

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিঃ

কালমাণিক পোষ্টাই—ব্যবহারে অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, পেটের ব্যাথা, লিভার দোষ, মেহ, প্রমেহ, ঘন ঘন প্রস্রাব, ও প্রস্রাব-সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ দূরিভূত করিয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সর্দ্দি কাশীতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের বাধক, সূতিকা, ও প্রদর-রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মূল্য—প্রতি ১ কৌটা ১°১২ নঃ পঃ মাত্র।

বিঃ-দ্রঃ—তিন কৌটার কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। অগ্রি ২৲ দুই টাকা ডাক যোগে না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

—প্রাপ্তিস্থান—

নিউ বেঙ্গল ফার্ম্মেসী

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

[লিবার্টি সিনেমার নিকটে]